কালের কণ্ঠ

22 APR 2017

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অবৈধভাবে নেওয়া টাকা ফেরত দিচ্ছেন উপাচার্য

রংপুর অফিস ▷

অনিয়ম করে ভ্রমণ ভাতা/দৈনন্দিন ভাতা (টিএ/ডিএ) ও অন্যান্য খাতে নেওয়া টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে ফেরত দিতে শুরু করেছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী। বিভিন্ন সময় দাপ্তরিক কাজের অজুহাতে রংপুর থেকে ঢাকায় যাওয়া-আসা, আপ্যায়ন ও অন্যান্য খাত থেকে এসব অর্থ গ্রহণ করায় তাঁর বিরুদ্ধে এরই মধ্যে অভিযোগ উঠেছে। সে কারণে মেয়াদের শেষ সময়ে এসে তা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন উপাচার্য।

প্রথম অবস্থায় গত ১৬ এপ্রিল উপাচার্য জনতা ব্যাংক লালবাগ বাজার, রংপুর শাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন তহবিলে তিন লাখ ৯৫ হাজার ৬০৪ টাকা ফেরত দিয়েছেন। তাঁর এই অর্থ জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তর ও হিসাব দপ্তর।

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের ৫ মে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী। উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর থেকে ২০১৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত ৫১৪ দিন তিনি দাপ্তরিক কাজের কথা বলে ঢাকায় অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে দৈনন্দিন খরচ ও ভ্রমণ ভাতা হিসেবে প্রচুর অর্থ নিয়েছেন। ২০১৫ সালে তাঁর নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাড়া অন্যান্য কাজে ঢাকায় গিয়ে অর্থ ব্যয় করার অভিযোগ ওঠে। গত বছরের মার্চ মাসে উপাচার্যের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান সরেজমিন তদন্তে আসেন। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নানা অভিযোগ তোলেন। শিক্ষক সমিতির লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. আখতার হোসেনের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। ওই তদন্ত কমিটি গত বছরের ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্তে এসে বিভিন্ন খরচের হিসাবের সঙ্গে উপাচার্যের টিএ/ডিএ খাতে খরচের হিসাব তলব করে। কিন্তু উপাচার্যকে কয়েকবার চিঠি দিয়েও সেই হিসাব পায়নি তদন্ত কমিটি।

জানা যায়, আগামী মাসের ৫ তারিখ উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। কয়েক দিন আগে রেজিস্ট্রার দপ্তর থেকে উপাচার্য তাঁর মেয়াদের প্রথম দিকে নেওয়া দৈনন্দিন ভাতার হিসাব নেন। পরে নোট শিটের মাধ্যমে অনুমোদন দিয়ে ব্যাংকে জমা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হিসাব দপ্তর থেকে জানা যায়, অবৈধভাবে নেওয়া এসব দৈনন্দিন ভাতার টাকা উপাচার্য ফেরত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক আতিউর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'উপাচার্য কেনই বা টাকা নিয়েছিলেন এবং সে টাকা এখন কেনই বা ফেরত দিচ্ছেন, এ নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। তবে আমাদের জানা মতে তাঁর বিরুদ্ধে গঠিত ইউজিসির তদন্ত কমিটির কাছে তিনি এসব হিসাব উপস্থাপন করেননি।'